49

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 JUN 1997
পৃঃ ৪ কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি

সরকার দু'দিনের সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করেছেন শুধু সরকারি অফিসগুলোর জন্য। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ঘোষণার আওতায় পড়ে না, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি হলেও। তারপরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নাকি সপ্তাহে দু'দিন ছুটি কার্যকর করার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছিল। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগের মত সাপ্তাহিক ছুটি একদিনই থাকবে।

গত ৯ই জুন এক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাপ্তাহিক ছুটির ব্যাপারে তার মন্ত্রণালয় কোন হস্তক্ষেপ করবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেবে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আগের নিয়ম বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও একদিন সাপ্তাহিক ছুটির বর্তমান নিয়ম বহাল রাখতে কোন বাধা নেই।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সপ্তাহে দু'দিন ছুটি কেন চালু করা হবে না, তার পিছনে যুক্তিগুলো জোরালো। একটা হিসেব উল্লেখ করে বলা হচ্ছে, বিভিন্ন উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্ধারিত ছুটি রয়েছে ৮৫ দিন। স্কুল-কলেজে এইচ এস সি, এসএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার জন্য অনির্ধারিত ছুটির সংখ্যাও কম নয়। বছরে ৫২টি শুক্রবার। এগুলোর অনেকগুলোই ওভার ল্যাপিং হলেও পৃথিবীর কম দেশেই এতদিন ছুটি থাকে। তারপর সপ্তাহে দু'দিন ছুটি করা হলে শিক্ষা কর্মদিবস আরো কমে যাবে। শিক্ষাদানের মানের আরো অবনতি ঘটবে।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাপ্তাহিক ছুটির ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মদিবস কিভাবে বাড়ানো যায় সেদিকটাতেই বরং জোর দেয়া উচিত। নির্ধারিত ছুটি কমানো এবং অনির্ধারিত ছুটি পুষিয়ে নেয়া যায় কিভাবে তারও উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। শিক্ষাদানের মানোন্নয়নের জন্যই তা প্রয়োজন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সরকারি দফতর ছাড়া প্রায় সব কিছুতে আগের ধারা অব্যাহত আছে। অতএব শনিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে শনিবার ডাকঘর খোলা, চিঠি বিলি এবং অন্তত অর্ধদিবস ব্যাংক খোলা রাখলে ব্যবসা বাণিজ্যসহ অনেকেরই সুবিধা হতো। যেসব দেশে শনি-রোববার ছুটি সেসব দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে। এ ব্যাপারে সরকারের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।